থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE

An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013

Editor

Bivash Bishnu Chowdhury

Title: Padachinha
Author(s): S. Ramanujam
Translator(s): Arup Sankar Misra

Yr. 1, Issue 1, 2013

Bengali New Year Edition
April-May

thespian.articles@gmail.com | www.thespianmagazine.com

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

পদচিহ্ন

এস. রামানুজন

এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের কোনও আলোচনা বা মূল্যায়ন নয়। এটা সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথের উপর কোনও প্রবন্ধই নয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যখন আমি কোনও রবীন্দ্রনাটক মঞ্চস্থ করতে চেয়েছি বা মঞ্চস্থ করেছি, তখন রবীন্দ্রনাথের যে প্রভাব বা দাগ আমার মনে অঙ্কিত হয়েছে, এখানে তাই-ই কিছু শব্দবন্ধনের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

একবার ডগলাস নাইটের কাছে জানতে পারি ১৯৩৪ সালে কোলকাতায় সংঘটিত এক সারা বাংলা সঙ্গীত সম্মেলনে পন্ডিত রবিশঙ্করের, যেখানে 'সাথির'-এর প্রবক্তা (পরবর্তীকালে যার নাম হয় 'ভারতনাট্যম') বালাসরস্বতী সৃষ্টি করেছিলেন এক অনির্বচনীয় সঙ্গীতমূর্ছনা। তাঁর ভাষায়, "ইহা ছিল স্বর্গীয় অনুভূতি বা তারও বেশী, কারণ মহান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিশেষ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন মঞ্চেরই একপাশে। আমার মনে আছে বালা কতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।" এটা সর্বজনবিদিত যে বালা শুধুমাত্র নৃত্যশিল্পীই ছিলেন না, তিনি সঙ্গীতজ্ঞাও ছিলেন মনেপ্রাণে। কোলকাতা, বারাণসী এবং চেন্নাই-এ গতশতাব্দীর ত্রিশ-এর দশকে বহুবার রবীন্দ্রনাথের 'জনগন-মন-অধিনায়ক' পরিবেশন করার সৌভাগ্য হয়েছিল বালাসরস্বতীর, যদিও তখন কেউ অবগত ছিলেন না যে এটাই স্বাধীনতার পরে হবে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। তখন এই গান গাওয়া হয়েছিল প্রাচীন তামিল সঙ্গীতজাত দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের ধারায়। এটা শুধুমাত্র এরূপ ঘটনা ছিল না যে, একজন মহাকবি একটি প্রাচীন শিল্পমাধ্যমের নবরূপে স্ফূরণ বা একজন নাট্যশিরোমণির সুর ও ছন্দের মাধ্যমে একটি লিরিকের অভিনব উপস্থাপনা প্রত্যক্ষ করছেন। এ ছিল এমন এক অভিজ্ঞতা যেখানে ঘটেছিল ক্লাসিক্যাল মিউজিকের স্বর্গীয় অনুভূতির সাথে লিরিকের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় গভীর প্রশান্তির পথে উত্তরণের এক নিদর্শন হল গান ও নাচে সমৃদ্ধ 'চন্ডালিকা'। এই নাটকের প্রধান চরিত্র একজন নিম্নবর্গজাত ও অস্পৃশ্য, যার অন্তরের বাসনা ছিল তার প্রভুর ভালবাসাপূর্ণ সমর্পণের মাধ্যমে চিরন্তন শান্তিলাভ। বুদ্ধের শিষ্য

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

আনন্দ দীর্ঘ পথযাত্রার পর এক অস্পৃশ্য মেয়ে প্রকৃতির হাতে জলপান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে। আনন্দের স্বভাবসিদ্ধ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভালবাসা প্রকৃতির মনে সৃষ্টি করে এক আবেশ। এই আবেশ রূপান্তরিত হয় গভীর ভালবাসায়, যা শুধুমাত্র বাসনা নয় বরং জন্ম দেয় আধ্যাত্মিক মিলনের তৃষ্ণা।

এই একইরকম ভালবাসার তৃষ্ণার সন্ধান পাওয়া যায় দ্বাদশ শতাব্দীর এক বৈষ্ণবী অন্ডালের গানে। অন্ডালের আবির্ভাবের মিথটি জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক – উভয়ের দ্বারাই প্রভাবিত। পৃথিবীর দেবী প্রকৃতি, জ্ঞানের উৎস তাঁর প্রভুকে সমগ্র মানবজাতিকে চিরন্তন আনন্দের পথ প্রদর্শন করতে বলেন। তিনি উত্তর পান – চিরন্তন আনন্দ হল একজন ব্যক্তির অন্তরাত্মার সঙ্গে প্রভু তথা সেই সচ্চিদানন্দের মিলন। এর সহজতম পথটি হল 'গনমার্গ' তথা তাঁর গুণকীর্তন। প্রভু তাঁকে এক চন্ডালের গল্প বলেন যেখানে সেই নিম্নবর্গীয় অস্পৃশ্য চন্ডাল তার সঙ্গীত ও ভক্তির মাধ্যমে অভিশাপগ্রস্ত দৈত্যে রূপান্তরিত এক ব্রাহ্মণকে শাপমুক্ত করে। এই গল্পই প্রকৃতিকে উৎসাহিত করে অন্ডালের রূপধারণে। পরবর্তীতে তিনি প্রভুর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁর সঙ্গীত প্রভুর সাথে মিলনের সেই ঘটনাকেই বর্ণনা করে।

দুটি একই ধরণের ধর্মীয় ঘটনার তুলনা না তাদের মধ্যে কাকতালীয় মিল তুলে ধরা এখানে উদ্দেশ্য নয়। মূল উপজীব্য হল আমাদের সংস্কৃতির সার সত্যটিকে তুলে ধরা, যা হল – এই আধ্যাত্মিক মিলন মানুষের চিত্তজাত যা ধর্ম-বর্ণ-স্থান নির্বিশেষে যুগে যুগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

'মুক্তধারা' নাটকের দু'টি স্তর। একটি একেবারেই জাগতিক, তা হল প্রকৃতি। অদৃশ্য ঝর্ণাগুলো সমগ্র নাটক জুড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, যার মূর্ছনা ছড়িয়ে পড়ে পথে-ঘাটে-মন্দিরে ও সমগ্র গ্রামে। দৃশ্যমান বিষয়টি হল এক আকাশচুম্বী যন্ত্র, যা প্রকৃতির উপর মানবশক্তির অধিকার বিস্তারের নিদর্শন। তৃতীয় আর একটি স্তর হল মানুষের মানসিক স্তর, একদিকে স্বার্থপরতা ও অপরপক্ষে পরোপকারিতার টানাপোড়েনে আচ্ছাদিত। প্রথম দু'টি স্তর যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরস্থিতির ইঙ্গিত বহন করে তা পরিবেশচিন্তা ও মানবচাহিদার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি প্রখ্যাত ইংরাজি দৈনিকে মালয়ালমে 'মুক্তধারা'র একটি

পরিবেশনার সমালোচনা লিখতে গিয়ে বর্তমান প্রবন্ধের লেখক নদীর জলের বণ্টনকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে আন্তঃরাজ্য বিরোধের প্রসঙ্গটি তুলে ধরেছেন। অপরপক্ষে, পরিবেশচিন্তা ও তৎসংক্রান্ত বিবিধ আন্দোলনের সংখ্যাও আজ ক্রমবর্ধমান।

রবীন্দ্রনাটকের এই সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশ সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ ব্যতিরেকে আর একটি দিক আছে – তা হল ভাষার প্রকাশভঙ্গি। 'মুক্তধারা' শিরোনামটিই প্রতীকী। মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সভ্যতার ধারক বলে অভিহিত করেছেন। আমাদের সভ্যতার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার যে স্রোত চিরবহমান, 'সভ্যতার ধারক, রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত লেখনীতেই তা বিদ্যমান এবং যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল অভিজিত চরিত্রের সৃষ্টি। এ যেন মানুষের স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারের বেড়াজালে বন্দী প্রকৃতির প্রতি হৃদয় উৎসারিত সহানুভূতি প্রদর্শন। অভিজিত শুধুমাত্র জলপ্রপাতের বাঁধনই ছিন্ন করে নি, সে যেন এক দৈত্যের করাল ছায়া হতে মুক্ত করে এনেছে পৃথিবীর সুরমাধুর্য। এক রাজপুত্র, যার কর্তব্য আইন প্রণয়ন ও পালন, সে তার মানবশরীরকে স্রোতে ভাসিয়ে চিত্রিত করল এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে সেই পরমাত্মার সাথে মানবাত্মার মিলনের পথে কোন বাঁধনই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এটা গান্ধীবাদী দর্শনেরই অনুরণন যা প্রযুক্তির বিপক্ষে নয়, কিন্তু অর্থনৈতিক মানুষের ক্ষতি বা স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে শৈল্পিক জীবনে বাধার কারণ হওয়ার ঘোর বিরোধী। তাই ভৈরব এ নাটকে শুধু ধ্বংসের দেবতাই নয়, রক্ষকও বটে। আর রাজপুত্র অভিজিত যেন সেই আবেগেরই প্রতিভূ যা মুক্তিকামী। নাটকটির চূড়ান্ত পর্যায়ে বাধটিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয় যা বাহ্যিকভাবে মানুষের সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার চিত্রকে চিহ্নিত করে। আর আধ্যাত্মিক দিক থেকে এ হল স্বার্থপরতার গন্ডী ছেড়ে বেরিয়ে এসে মানবাত্মার মহামুক্তি।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের ঐতিহ্যের বহু উপকরণই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু নির্বিচারে নয়। তিনি তাঁর মতাদর্শে স্থির যে ঐতিহ্য শুধুমাত্র এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে অন্ধের মত হস্তান্তরের বিষয় নয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং তাঁর শিক্ষাদানের দৃশ্যগুলি বুদ্ধিহীনভাবে ঐতিহ্য বহনের প্রতিই কটাক্ষ।

'তাসের দেশ' (The Kingdom of Cards) নাটকটি সেই ঐতিহ্যের প্রতি কটাক্ষ যা থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না। ইহা মেনে চলে ঐতিহ্যের সেই নির্মম ধারাবাহিকতা ও সঙ্কীর্ণতা যা প্রকাশিত হয়েছে চার ধরণের তাসের যান্ত্রিক চলন-বলনের মাধ্যমে। ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতার যে নাগপাশ তা The Kingdom of the Cards নাটকে হাস্যাস্পদরূপে প্রতিভাত হয়েছে। মানুষের স্বকীয়তার চেয়ে নিয়মাবলী পেয়েছে উর্দ্ধতর মাত্রা। এখানে ব্যক্তিগত সত্ত্বা যায় হারিয়ে যা এই দেশকে উপহাসের বিষয়ে পরিণত করে। প্রত্যেক জীবনের নিজস্বতা আছে এবং প্রত্যেক মানুষের তার ব্যক্তিগত জীবনকে উপভোগ করার অধিকার আছে। কিন্তু যখন এই ব্যক্তিগত সত্ত্বাকে অস্বীকার করে সকলকে একটি সাধারণের দলে বেঁধে দেওয়া হয় তখন তা কেবলমাত্র বস্তুসত্ত্বায় পরিণত হয়, যেখানে একটি নৌকা ও একজন ডুবন্ত রাজপুত্রের মধ্যেও আর কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যায় না।

কিন্তু অমল দুর্বল, রোগশয্যায় শায়িত। তাই সে কল্পনার পাখায় ভর করে বেরিয়ে পড়ে ঘর ছেড়ে, যা তাঁকে শুধু আনন্দ বা আরাম দেয় না, বরং তাঁকে সাহস যোগায় তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে। পোস্ট অফিসটি এই নাটকের প্রেক্ষাপট যা এক যোগাযোগের মাধ্যমের প্রতীক। সবুজতা ও দৈনন্দিন কর্মকান্ডের মাঝে প্রকৃতির যে সঙ্গীত তা অন্যান্য সাধারণ শিশুদের থেকে অমলকে আলাদাভাবে গড়ে তোলে। এমনকি তার বোধের সূক্ষ্মতা তার আগুয়ান মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু সে মৃত্যুকে ভয়হীনভাবে, খেলার ছলে এক অভিযানের মতো দেখে। মৃত্যু যেন তার কাছে রাজার দেওয়া এক উপহার যার বার্তা ঐ পোস্ট অফিসের মাধ্যমে এসে পৌঁছবে তার কাছে। সে অপেক্ষায় রত সেই আহ্বানের যেখানে সে তার আত্মাকে সমর্পণ করবে। এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অমল যেন হারিয়ে যায় কবি রবীন্দ্রনাথের বালকসুলভ কল্পনার জগতে। তাই মৃত্যুকে সে দেখে এক অদৃশ্য যাত্রারূপে যা ইহজগত ও পরজগতের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে। মৃত্যুর এই অসীম আধ্যাত্মিক শক্তির কল্পনা তাঁর আর এক মহান সৃষ্টি 'গীতাঞ্জলি'রই অনুরণন। মৃত্যু সেই মহা অভিযানের সমাপ্তি নয়, বরং এ হল এক নতুন যাত্রাপথের সূচনা, যেখানে প্রত্যেককে তৈরী থাকতে হয় তার সমস্ত পার্থিব অর্জনের আহুতি দেবার জন্য।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য সেই কবিতাটি যেখানে কবি নিজেকে এক ভিখারীরূপে কল্পনে করেছেন যে রাজার সাক্ষাৎ প্রত্যাশী, কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সাক্ষাতের পর রাজা সেই ভিখারীর দিকে হাত প্রসারিত করেন ভিক্ষার প্রত্যাশায়। এই কবিতার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণটি হল – প্রভুর নিকট থেকে কোন প্রত্যাশা নয়, তাঁর পদতলে নিজের জীবন সমর্পণেই মুক্তি। প্রকৃতির কাছে, শিল্পের কাছে, প্রভুর কাছে দ্বিধাহীন সমর্পণের বার্তাই ছড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টিতে।

একজন আধুনিক যুগের নাট্যকর্মী হিসেবে প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত যে মঞ্চ পরিবেশনায় রবীন্দ্রনাথই আধুনিকতার পথ দেখিয়েছিলেন, যার ভিত্তি ছিল আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। এছাড়াও তিনি সন্ধান দিয়েছিলেন Community Theatre – এর যার প্রয়োগ আমাদের এই আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজে হতে পারে শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ন্যায় উৎসবসুলভ শৈল্পিক প্রকাশভঙ্গির মাধমে।

[আধুনিক তামিল থিয়েটারের ‘ভীষ্ম’ বলে পরিচিত অধ্যাপক এস. রামানুজন ছিলেন একজন সুপরিচিত পরিচালক ও নাট্যকার। কর্মজীবনে তিনি তামিল বিশ্ববিদ্যালয় (তাঞ্জাভুর, তামিলনাড়ু)-এর ‘Performing Arts বিভাগের ডিন (Dean) ছিলেন। নাট্য পরিচালনার জন্য ২০০৮ সালে তিনি সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।]

Translated by: Arup Sankar Misra, PhD Research Scholar, Department of English and Other Modern European Languages, Visva-Bharati, Santiniketan.